প্রথম আলো

তারিখ ... 21 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ... ২ ......

ছাত্রদল বলছে সাজানো মামলা

ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ছাত্রদলের সভাপতি কারাগারে

পটুয়াখালী অফিস ●

পটুয়াখালীতে গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজীব আহসানসহ ছয়জনকে গতকাল সোমবার বিকেলে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রোববার রাতে কুয়াকাটায় যাওয়ার পথে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার লেবুখালী ফেরিঘাট থেকে রাজীবসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় তাঁদের ব্যক্তিগত গাড়িতে রাখা লাগেজ তল্লাশি করে ৪৫টি ইয়াবা বড়ি ও একটি 'মদের' বোতল উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।

রাজীবসহ ছয়জনকে গতকাল বেলা পৌনে তিনটার দিকে কড়া পুলিশি পাহারায় পটুয়াখালীর জ্যেষ্ঠ মুখ্য বিচারিক হাকিম এস এম তারেক শামসের আদালতে নেওয়া হয়। এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভিড় জমান।

জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও আইনজীবী মো. মজিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* জানান, আদালতের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ায় জামিনের আবেদন করা যায়নি। আগামীকাল (আজ) মঙ্গলবার জামিনের আবেদন করা হবে।

পটুয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সভাপতি গাজী আশফাকুর রহমান বলেন, 'সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যেই রাজীবকে আটকের পর পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে "সাজানো ইয়াবা" মামলা দিয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দাসহ মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাই।'

পুলিশ জানিয়েছে, চারজন সহযোগী নিয়ে রাজীব একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে করে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ থেকে বরিশাল হয়ে কুয়াকাটায় আসছিলেন। রোববার রাত ১১টার দিকে দুমকি উপজেলার লেবুখালী ফেরিঘাটে তাঁদের আটক করে গাড়িতে রাখা লাগেজ তল্লাশি করে ইয়াবা বড়ি ও একটি বোতল উদ্ধার করা হয়। বোতলে মদ রয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন সালাহউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ জসীম উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম ও গাড়িচালক অসীম হালদার। রাজীব ও অন্য চারজনের বাড়ি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে এবং তাঁরা সবাই ছাত্রদলের নেতা-কর্মী বলে দাবি করে পুলিশ। গাড়িচালক অসীমের বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জে।

রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে পটুয়াখালী পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ফয়েজ আহমেদ। সাংবাদিকদের তিনি জানান, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজীব ঢাকায় নিয়মিত মামলার আসামি হলেও এখানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

ছাত্রদলের সভাপতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

মামলার বাদী দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজম খান ফারুকি জানান, পরে রাজীবসহ ছয়জনকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। রোববার রাতেই মামলাটি করা হয়।

ওসি আরও জানান, রাজীব আহসানের বিরুদ্ধে গাড়ি পোড়ানো, পুলিশের ওপর হামলা, পেট্রলবোমায় মানুষ হত্যার ঘটনায় ঢাকার পল্টন থানায় ১৭টি, মতিঝিল থানায় পাঁচটি এবং বকশীবাজারে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদলের সংঘর্ষের ঘটনায় শাহবাগ থানায় একটি মামলাসহ বিভিন্ন থানায় অন্তত ৩০টি মামলা রয়েছে।